জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৶৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।৹ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য /৹ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে আশ্বিন বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 10th Oct. 1956 | ২২শ সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই নভেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

২৪৫ থাং ডিঃ গৌরীশঙ্কর রায় দেং নির্ম্মলাবালা দেবী দাবি ৪৫২॥৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ৩০ শতকের কাত ।৵৯ আঃ ৫০৲ খং ৭৯২ তদুপরিস্থিত আম্রবৃক্ষ সহ

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১৮৫ থাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং শ্যামাপদ রায় দিং দাবি ১৯।৶৹ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দোনলিয়া ৬৯ শতকের কাত ১॥৶৮ পাই আঃ ৬৫৲ খং ১৬৩ রায়ত স্থিতবান স্বত্ব

১৮৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১২৸৶৹ থানা ঐ মৌজে জালালপুর ৬ শতকের কাত ।/১০ পাই আঃ ৬৲ খং ১৭৬ অধীনস্থ খং ১৭৭ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৮৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮॥/৹ মৌজাদি ঐ ৬৭ শতকের কাত ২৸৹ আঃ ৬৫৲ খং ১৬৭ রায়ত মোকররী স্বত্ব

১৮৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩১৸৵৹ থানা ঐ মৌজে বড়শিমূল ২-৩২ শতকের কাত ৭॥/২ পাই আঃ ২৩০৲ খং ৩৫৭ অধীনস্থ খং ৩৫৮ রায়ত মোকররী স্বত্ব

১৮৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৩৵৯ থানা ঐ মৌজে খোদরামপুর ৩৬ শতকের কাত ৸১১ পাই আঃ ৫০৲ খং ১৮২ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৯০ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১৸৶৬ পাই থানা ঐ মৌজে জলগুথা ১৪ শতকের কাত ।/২ পাই আঃ ২০৲ খং ১২৬ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৯৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১২৸৵৬ থানা ঐ মৌজে সাহাজাদপুর ২৬ শতকের কাত ॥৶২ পাই আঃ ২৫৲ খং ২১৯ রায়ত স্থিতিবান

২০৮ থাং ডিঃ মনোহর দাস মহান্ত দিং দেং শ্যামাপদ রায় দিং দাবি ৩০।০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কৃষ্ণশাইল ১-৯৩ শতকের কাত ১৸৵ আঃ ১৯০৲ খং ৯০

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

অকাল-বোধন

—০—

অকাল মানে—অসময়, দুর্ভিক্ষ আর জ্যোতিষ-এর মতে গুরু শুক্রের উদয়াস্তের তারতম্য বশতঃ যে সময়ে হিন্দুদিগের অনেক শুভকার্য্যাদি রহিত থাকে এবং যে মাসে দুইটি অমাবস্যা তিথি ঘটে, অর্থাৎ যে মাস মলমাস বলিয়া কথিত হয়।

বোধন—জাগান, সন্দীপন। **দুর্গা** শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে (দুর্+গম্+ড, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্)। শব্দটির মানে দুঃখে গমন করা যায় যাহার নিকটে।

ত্রেতাযুগে পূর্ব্বে বসন্তকালে চৈত্র মাসে দুর্গা পূজা প্রচলিত ছিল। রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র অকালে অর্থাৎ অসময়ে শরৎকালে দেবীর অর্চ্চনা করেন, সেই হইতে দেবীর বোধন বা জাগরণ—অকাল বোধন আর "বাসন্তীপূজা" "শারদীয়া পূজা" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

অকালে পূজার আয়োজন করিতে ভগবানের অবতার রামচন্দ্রকে মায়ের অর্চ্চনার উপকরণ সংগ্রহের জন্য নিজের বল, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। গজদন্ত-মৃত্তিকা, শূকরদন্ত-মৃত্তিকা সংগ্রহে সাহস ও বলের পরীক্ষা. বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা সংগ্রহে চরিত্র-বল ও চিত্তের স্থৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। এক শত আট নীলপদ্ম সংগ্রহ করিয়াও পূজার সময় যখন একটি পদ্ম গণনায় কম হইল, তখন ভক্ত শ্রীরামচন্দ্র আধুনিক ভক্তগণের মত "নীলোৎপলার্থে গঙ্গোদকম্" মন্ত্র বলিয়া অব্যাহতি লন নাই। শ্রীরামচন্দ্র নতজানু হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে দেবীর নিকট নিবেদন করিলেন—"মা, জানিনা কেমন করিয়া একটি নীলপদ্ম কম হইল। আমাকে তো লোকে পদ্মনেত্র বলে, আমার চক্ষুও নীলাভ, আমি ধনুর্ব্বাণের সাহায্যে একটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি। দেবী রামচন্দ্রের ভক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়াছিলেন।

———

জবাব দে মা

(দা' ঠাকুর)

গুটি কত কথা আমি
মা দুর্গা, আজ শুধাই তোরে—
তুই ছাড়া আর কেউ জানে না,
বলবি কি মা সত্যি ক'রে ?

ত্রেতা যুগে রামের সীতা
রাবণ রাজা করলো হরণ,
সেই রাবণে বধ করিতে
পূজলো শ্রীরাম তোর শ্রীচরণ।

শোনা কথা—দেখিনি মা,
বল্‌ছি এ সব অনুমানে—
পদ্ম আনার ভার না কি রাম
দিয়েছিলেন হনুমানে ?

এক পদ্ম তার কমতি হওয়ায়
রামচন্দ্র শুনি নাকি—
নীলপদ্মের অনুকল্পে
দিতে চেয়েছিলেন আঁখি ?

এখন পূজার উপচারে
অভাব হ'লে কোনও রকম,
কষ্টলভ্য সকল দ্রব্য
অনুকল্পেই গঙ্গোদকম্।

কবে হ'তে তোর পূজোতে
চল্‌তি হ'লো এমন বিধি—
ভক্ত যে তোর করছে পূজো
বাহাল ক'রে প্রতিনিধি ?

(যদি বলো) মন্ত্র তন্ত্র সংস্কৃতে
বিপ্রগণ এই ভাষা জানে,
পূজার্চ্চনার ভার সে কারণ
পান তাঁহারা দেবস্থানে।

"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং"
পড়েনি যে কভু ভু'লে,
"যথা জ্ঞানং করবানি"
ব'লে নিচ্ছে এ ভার তুলে !

কাঠামোটা গড়ে ছুতোর,
মূর্ত্তি গড়ে কুম্ভকারে,
ডোমের ডালা তাও লাগে মা,
তোমার পূজোর উপচারে।

নৈবেদ্যাদি ভোগের জিনিষ
চাষা তৈরী করে ক্ষেতে,
তবু তাদের যেতে মানা
জগদম্বার মণ্ডপেতে।

যদি বলো—মূল্য দিয়ে
এ সব দ্রব্য কিনেন তাঁরা,
তন্ত্রধারক দক্ষিণা নেন,
মন্ত্র কি মা মূল্য ছাড়া ?

পূজার বস্ত্র ব্রাহ্মণে নেয়
ভক্ত বাড়ীর বস্তা সমেত
(বলে) "দেব-বস্ত্রন্ দ্বিজায় দদ্যাৎ
অন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

পূজার সময় ঘৃণ্য ভেবে
ছুবি ছুাব বলেন যারে—
বিজয়ার দিন প্রতিমা তো
চাপান কিন্তু তাদের ঘাড়ে।

নির্ম্মাণেতে নাই মা বাধা,
আপত্তি নাই বিসর্জ্জনে।
মধ্যে কেবল শূদ্র ক্ষুদ্র,
অবহেলার বিষ অর্জ্জনে॥

যদি বলো— উঁচু নিচু
গুণ-কর্ম্ম-বিভাগেতে ;
এ আইন মা সবাই মানি,
আপত্তি মা নাইতো এতে।

উৎকোচও খান উপরি ব'লে,
কিম্বা কুসীদ-ব্যবসায়ী—
কাঙ্গাল-পীড়ন ব্যবসা যাঁদের
কর্ম্ম জন্য নন কি দায়ী ?

মাংস চর্ম্ম বেচে ব'লে
ঘৃণ্য জাতি চামার কসাই,
জ্যান্ত বেটার মাংস বেচে
রবেন চির ঠাকুর মশাই !

[অবশিষ্টাংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন।

টেণ্ডার আহ্বান

রামনগর ফরাক্কা রাস্তার একাংশ রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা হাই রোড হইতে রাজানগর কিরীটভূষণ ব্রিজ পর্য্যন্ত সংস্কার জন্য শীলমোহরযুক্ত খামে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। এই রাস্তায় একটী দুই ফুট চওড়া সাঁকো নির্ম্মাণ সহ মাটীর কাজ আনুমানিক ৪০০০৲ চারি হাজার টাকার মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। প্ল্যান ও এষ্টিমেট দফরপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট দেখিতে পাওয়া যাইবে। আগামী ২৫শে আশ্বিন হইতে ৮ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। আগামী ১১ই কার্ত্তিক বেলা ৯ ঘটিকার সময় দফরপুর ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে টেণ্ডার খোলা হইবে। যে কোন টেণ্ডার মঞ্জুর করা প্রেসিডেন্টের বিবেচনাধীন। ইতি—২৩শে আশ্বিন, ১৩৬৩ সাল

শ্রীমহেশনারায়ণ দাস
প্রেসিডেন্ট, দফরপুর ইউনিয়ন বোর্ড
পোঃ নূতনগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বিজ্ঞাপন

আমার মক্কেল যজ্ঞেশ্বরপুর সাকিমের শ্রীসারদাসুন্দরী দাসী ও নিসিন্দ্রা সাকিমের শ্রীসাবিত্রীবালা দাসী সন ১৩৬১ সালের ২৩ চৈত্র ইং ৬,৪।৫৫ তারিখের সম্পাদিত রেজেষ্টারী দলিলমূলে ১। নিসিন্দ্রা সাকিমের শ্রীধরণীধর মণ্ডল ২। সুদনা সাকিমের শ্রীসুবেশচন্দ্র সরকার ৩। যজ্ঞেশ্বরপুর সাকিমের শ্রীপূর্ণচন্দ্র মণ্ডল ও ৪। বিন্দুগ্রাম সাকিমের শ্রীআসমান খাঁকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত আমমোক্তারগণের কার্য্য দ্বারা আমার উক্ত মক্কেলগণের স্বার্থের প্রভূত হানি হওয়ায় উক্ত মক্কেলগণ উক্ত আমমোক্তারনামা নাকচ রদ ও বাতিল করিলেন। উক্ত আমমোক্তারগণ আমার উক্ত মক্কেলগণের পক্ষে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না এবং কোন কার্য্য করিলেও তদ্দারা আমার উক্ত মক্কেলগণ বাধ্য হইবেন না।

১। শ্রীসারদাসুন্দরী দাসী
২। শ্রীসাবিত্রীবালা দাসী
পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিল
শ্রীরাধাগোবিন্দ সরকার।

৪।১০।৫৬

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জ বা কু সু ম তৈ লে র গু ণ অ তু ল নী য়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায় ?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে !
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)

বন্যা-পীড়িত জনগণকে মুক্তহস্তে সাহায্য করুন, আপনার দান যেন চোরের ভোগে না লাগে।

দেশব্যাপী বন্যার সুযোগ লইয়া প্রতারকগণ দেশদরদী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কেহ কেহ রেলগাড়ীতে কাপড়-মোড়া কৌটা তাহাতে পয়সা ফেলার ফুটো রাখিয়া, ভিতরে দুই চারিটি পয়সা রাখিয়া ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে কৌটা বাজাইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া একখানা ছাপা কাগজে তাহার মহৎ উদ্দেশ্যের বিবরণ দেখাইবে। ইহাদের দলের কেহ কেহ প্যাসেঞ্জার সাজিয়া অন্যান্য যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া হয়তো ১টি আনি বা দু'আনি কৌটার ফুটোয় দিবে। পাশের ব্যক্তি কোন্ লজ্জায় এত বড় হৃদয়বিদারক ব্যাপারে এক পয়সার কার্পণ্য করিবে? ট্রেনে যাত্রীগণ এইভাবে প্রতারিত হন। হারমোনিয়াম, খোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে একটি ৫।৭ জনের সম্প্রদায় গঠন করিয়া চারজনে একখানি মোটা চাদরের চারি কোণ ধরিয়া একটি নূতন বা পুরাতন রচিত করুণ সঙ্গীত গাইতে গাইতে লোকের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার করিয়া সঞ্চিত অর্থে নিজেদের উদর পূরণ করিবে।

যদি প্রকৃত দুস্থকে দান করিতে ইচ্ছা থাকে প্রত্যেক জেলায় এবং বিধ্বস্ত অঞ্চলে জানা শোনা নামী ব্যক্তিগণ বন্যাত্রাণ সমিতি গঠন করিয়াছেন। যদি আঠার বা তদধিক জন একত্র হইয়া ১৶০ আঠার আনা সংগ্রহ করিতে পারেন, ৵০ আনা মনি অর্ডার ফিঃ খরচ করিলে ১৲ টাকা কমিটির কোষাধ্যক্ষ বা সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে তাহা অপাত্রে পড়িবে না। মুর্শিদাবাদ জেলায়—বহরমপুরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এম. এল. সি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সাহায্য কমিটি গঠিত হইয়াছে।

বীরভূম জেলার সিউড়িতে জেলা ও দায়রা জজ শ্রীফটিকচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। ৵০ আনা মনি অর্ডার ফিঃ খরচ করিলে ৫৲ পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত এবং ৶০ আনা খরচ করিলে ১০৲ দশ টাকা পাঠান যায়।

হীন কর্ম্মের কর্ম্মী যত
এরা তো তোর সবাই চেনা,
গুণ-কর্ম্ম আইনেতে
ঘাড়ে ধ'রে নামিয়ে দেনা।

আমার দোষে ? যে দণ্ড হয়
দে মা, নেবো বক্ষ পাতি,
সমদর্শী না হ'লে মা,
বলবো তোরে পক্ষপাতী।

জগদম্বা নামটি তোমার,
ব্রাহ্মণাম্বা নও তো তুমি—
দূরে হ'তে এই নিবেদন
করি রাঙা চরণ চুমি।

এবার বারণ জানাই উমা

[রস-রচনা]

॥ শ্রীসু-মো-দে ॥

এবার বারণ জানাই উমা
এসো না বাংলায়,
ভাতের কাঙাল জাত বাঙ্গালী
বিষম নিরুপায়।
মণ প্রতি চাল তিরিশ টাকা
চাল কিনিতেই রেস্ত ফাঁকা,
চালের দেশে চাল বাড়ন্ত
তবু চালান যায়।
ন'সিকে তেল শিয়ালকাঁটার
দু'টাকা মণ দর কয়লার,
এক পোয়া মাছ আট আনাতে
প্রকাশ্যে বিকায়।
ফলের চিন্তা নিছক পরিহাস
ভাত জোটাতে নিত্য হা-হুতাশ,
রোগের কালে পাই ফলাহার
যমের তাড়নায়।
বিষম কষ্ট একটি কাপড় নিয়ে
শুকোই ঘরে দোরেতে খিল দিয়ে,
পূজার কাপড় আকাশ কুসুম
জীবন বাঁচা দায়,
স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ
গর্ব্ব তবু হায়!

॥ এস আনন্দময়ী ॥

শ্রীসু-মো-দে

এস আনন্দময়ী
এস দুর্ভাগা দেশে,
বিপন্ন দুর্গত
জাতিরে তরাও এসে।
খণ্ডিত এই ভূমি
দেখ মা দুর্গা তুমি,
নর অসুরেরা যারা
খণ্ডিল বাংলারে,
অসুরনাশিনী মাগো
ক্ষমিও না তারে তারে।
মহৎ বাঙ্গালী জাতি
বিদরি তমসা রাতি,
পরিহারি মহানিশা
দেখুক সূর্য্যালোক,
অভয়া অভয় দাও
লাঞ্ছনা দূর হোক্।

পুরাতন নোটের প্রচলন

অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ বলেন, আগামী ২৮শে অক্টোবর (১৯৫৬) হইতে রাজার মাথার ছাপযুক্ত নোট বা অন্য কোন প্রকার মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করা হইবে। গত ২০শে এপ্রিল (১৯৫৬) তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ২৮শে অক্টোবরের পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সরকারী ট্রেজারী, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, হায়দ্রাবাদ ব্যাঙ্ক, এবং ব্যাঙ্ক অব মহীশূর প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেণ্টরূপে কাজ করে সেইগুলিতে এ সকল নোট পাল্টাইয়া লওয়া যাইবে।

প্রেস ইনফরমেশন

শারদীয়া মহাপূজার অবকাশ

জঙ্গিপুর সংবাদের গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন—আমরা বর্ত্তমানে আমাদের প্রাপ্য দুই সপ্তাহের ছুটি না লইয়া সময়ান্তরে গ্রহণ করিব।

সম্পাদক—'জঙ্গিপুর সংবাদ'

OPEN পত্রে গোপন কথা

—•—

সপ্রণাম নিবেদন—

মায়ের অসুখ, খোকাখুকী ভাল নাই। ওষুধগুলি এনো, পাছে ভুল হয় ব'লে ছড়া ক'রে দিলাম।

জয়মঙ্গল রস—খুকীর জ্বরে করবে গুণ,
বাসারিষ্ট এনো—খোকা কেসে হচ্ছে খুন।
কুটজাসব এনো—মায়ের রক্ত-অতিসার,
সুরবল্লী-কষায় এনো—ঢাকতে আমার হাড়।
মকরধ্বজ সি. কে. সেনের—ভেজাল কিছু নাই,
তেজস্কর ওষুধ এটা—নাইকো পাড়াগাঁয়।
লইবে আর এক দ্রব্য—এঁদের নিকটে,
আছে কিনা আছে দেখি—বুদ্ধি তোমার ঘটে।
নিয়ে এসো প্রায় তা' তুমি—লিখছি শুধু কেন!
বে-আদবী হলো বুঝি—রাগ ক'রোনা যেন।

সেবিকা—শ্রীমতী।

বন্যার্ত্ত-ত্রাণ সমিতি

গতকল্য ২৩শে আশ্বিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীতে শ্রীঅমিয়মোহন রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বন্যাবিধ্বস্ত জনগণের সাহায্যকল্পে একটী সভা অনুষ্ঠিত হইয়া সাহায্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সদুদ্দেশ্যে দানে সকলেরই সাধ্যমত মুক্তহস্ত হওয়া উচিত।

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

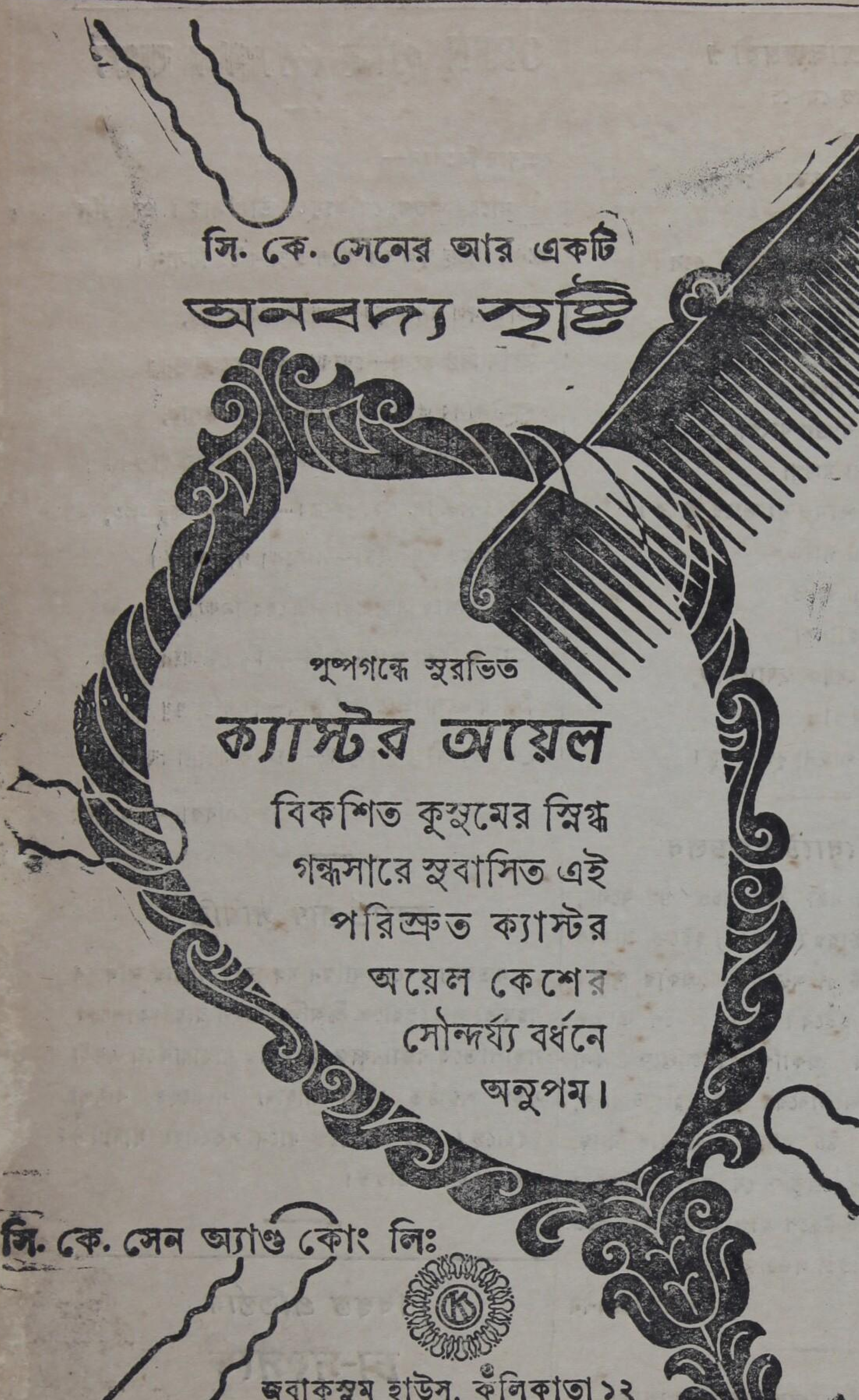

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত